গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
ক্রীড়া-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moysports.gov.bd

২৫ মাঘ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
নথি নং-৩৪.০০.০০০০.০৭১.০৩৩.২৮৬.২০১৭ - ৬৩ তারিখ ঃ ----------------------
০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭খ্রিঃ

বিষয়ঃ খসড়া জাতীয় ক্রীড়ানীতির উপর মতামত প্রদান।

উপযুক্ত বিষয়ের বরাতে জানানো যাচ্ছে যে, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত জাতীয় ক্রীড়ানীতি পর্যালোচনান্তে এবং সময়োপযোগি পরিবর্তন, পরিবর্ধণ ও পরিমার্জনের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হযেছে। এ লক্ষ্যে একটি খসড়া জাতীয় ক্রীড়ানীতি এতদসংঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

০২। এ বিষয়ে আপনার সুচিন্তিত মতামত আগামী ২৮-০২-২০১৭ তারিখের মধ্যে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।

(সিরাজুছ ছালেকীন)
সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৯৫৭৫৫১০

বিতরণ কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ
০১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ,অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। সচিব, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৬। সচিব, সংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাক
০৭। সচিব,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়,বাংলাদে সচিবালয়,ঢাকা।
০৭। সচিব,বানিজ্য মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
০৮। সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
০৯। মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
১০। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাভার, জিরানী, ঢাকা।
১১। যুগ্নসচিব (ক্রীড়া), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
১২। পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর, ঢাকা।
১৩। সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।
১৪। সচিব, বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন, ঢাকা।
১৫। জেলা প্রশাসক,-----------------------------------(সকল)
১৬। মহা-সচিব, বাংলাদেশ অলম্পিক এসোসিয়েশন,ঢাকা।
১৭। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,--(সকল)-

১৮। সাধারণ সম্পাদক,জেলা ক্রীড়া সংস্থা,--(সকল)।

নথি নং-৩৪.০০.০০০০.০৭১.০৩৩.২৮৬.২০১৭ - ৬৩ তারিখ ঃ ০৭-০২-২০১৭।

অনুলিপি ঃ সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে ঃ
১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। *মাননীয়* উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। সহকারী প্রোগ্রামার,যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়,ঢাকা (নোটিশটি ওয়েব সাইডে প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

(সিরাজুছ ছালেকীন)
সহকারী সচিব

Sports Award-2015

প্রস্তাবিত জাতীয় ক্রীড়ানীতি (খসড়া)

১। ভূমিকা ঃ

১ঃ১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৫ অনুচ্ছেদে জনসাধারণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক মানের উন্নতি সাধন করা রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে খেলাধুলার মানোন্নয়নে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও সহযোগিতা দান করতে পারে।

১ঃ২। ক্রীড়াচর্চা, ক্রীড়া-অনুশীলন ও ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ এবং উপযুক্ত শারীরিক শিক্ষা জাতীয় সুস্বাস্থ্যের অন্যতম পূর্বশর্ত। শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়াচর্চা শারীরিক শক্তি ও ক্ষমতাকে পূর্ণতাদানের মাধ্যমে জাতীয় সৃজনী শক্তিকে উৎকর্ষ প্রদান করে। উৎপাদনক্ষম ও স্বাস্থ্যবান যুবশক্তি গঠনে শারীরিক সুস্বাস্থ্যের পাশাপাশি মানসিক সুস্বাস্থ্য সংরক্ষণের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। এ ক্ষেত্রে জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন ও ক্রীড়া এ্যাসোসিয়েশনসমূহ স্ব-স্ব আন্তর্জাতিক ফেডারেশনসমূহের বিধি বিধান মেনে সরকারের সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

১ঃ৩। শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়াচর্চা জাতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ক্রীড়াচর্চা, ধর্ম-বর্ণ বয়স নির্বিশেষে সকল নারী-পুরুষের জন্মগত অধিকার। বিশ্বের দেশে দেশে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বৈচিত্র্যময়তা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলাদেশ ও অন্যান্য উন্নত দেশের ন্যায় খেলাধুলার ঐতিহ্যকে সমুন্নত রেখে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সরকার এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১ঃ৪। মনোবল, নৈতিকতা, সংযম ও শৃংখলা, ক্রীড়াবিদের পারদর্শিতা বৃদ্ধি ক্রীড়ানৈপুণ্য অর্জনের অপরিহার্য সোপান বিধায় সরকার অনুমোদিত ফেডারেশন ও এ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে ফেডারেশন ও এ্যাসোসিয়েশনসমূহকে তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে নীতিগত অনুমোদন দেয়ার জন্য সরকার নীতিমালা প্রণয়ন করবে।

১ঃ৫। সুস্থ ক্রীড়াচর্চা প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টির মাধ্যমে শৈশব, কৈশোর ও যৌবনকে সংহত করে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়। জাতির যুবশক্তির স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও উন্নতি বিকাশের সহজ মাধ্যম হচ্ছে ক্রীড়া। এ ক্ষেত্রেও সরকার অন্যান্য সরকারী/আধাসরকারী/বেসরকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করে যুব শক্তির সমৃদ্ধি ও ক্রীড়ার ক্ষেত্রে দক্ষ খেলোয়াড় সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। যুবশক্তি যাতে উশৃঙ্খল, অসামাজিক কাজে লিপ্ত না হয় এবং মাদকাসক্ত, জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদে যুক্ত না হয়ে সুস্থ বিনোদনে মনোনিবেশ করে সে লক্ষ্যে সরকার খেলাধুলাকে গুরুত্ব প্রদান করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১ঃ৬। বিশ্বের অন্যান্য সকল দেশের ন্যায় অলিম্পিকের সুমহান আদর্শ অনুসরণ করে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির প্রাসঙ্গিক বিধি-বিধান পালনে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ। ক্রীড়াক্ষেত্রে জাতীয় মান উন্নয়ন তথা আন্তর্জাতিক মান অর্জনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে আন্তঃদেশীয় সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিশ্ব মানবাধিকার আন্দোলন ঘোষিত **"সবার জন্য ক্রীড়া"** -নীতি বাস্তবায়নেও বাংলাদেশ বদ্ধপরিকর। এ সকল অঙ্গিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ অলিম্পিক এ্যাসোসিয়েশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১ঃ৭। দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে ক্রীড়া সচেনতনা বৃদ্ধি করে পরিকল্পিত উপায়ে তৃণমূল থেকে শহরাঞ্চল পর্যন্ত ক্রীড়ানুশীলনের জন্য বস্তুগত অবকাঠামো, সুযোগ-সুবিধা ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মক্ষম জাতি গড়ে তোলা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। ক্রীড়া সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে তৃনমূল পর্যায়ে খেলাধুলার মানন্নোয়ন ও দক্ষ খেলোয়ার সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

১ঃ৮। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত প্রতিটি ক্রীড়া ফেডারেশন ও এ্যাসোসিয়েশন সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উন্নয়নের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। আন্তর্জাতিক সংস্থার বিধি বিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দীর্ঘ মেয়াদী/মধ্য মেয়াদী/স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে খেলাধুলার মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

১ঃ৯। তৃণমূল পর্যায় থেকে খেলোয়াড় বাছাই ও নির্বাচন করে জাতীয় পর্যায়ের উপযুক্ত খেলোয়াড় সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচি পরিচালনাসহ অন্যান্য ক্রীড়া প্রশিক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

২। উদ্দেশ্য ঃ

২ঃ১। দেশের সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি করা।

২ঃ২। ক্রীড়া উন্নয়নের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

২ঃ৩। নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সকল বয়সের মানুষ যাতে সহজভাবে ক্রীড়া কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

২ঃ৪। ক্রীড়া বান্ধব উন্নয়ন প্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও মাঠ প্রশাসনের প্রতি দিক নির্দেশনা দেয়া।

২ঃ৫। ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা।

২ঃ৬। প্রতিটি জাতীয় ক্রীড়া সংস্থায় ডাটাবেজ সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। কেন্দ্রীয় ভাবে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে হালনাগাদ ডাটাবেজ থাকবে যাতে করে তাৎক্ষণিকভাবে খেলোয়ার/পৃষ্টপোষক/ক্রীড়া সংগঠক/সংশ্লিষ্ঠ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের তথ্য পাওয়া যায় এবং হালনাগাদ করা যায়।

২ঃ৭। বিশেষ শ্রেণীর নাগরিক, প্রতিবন্ধী ও নৃ-গোষ্ঠীর জন্য ক্রীড়ার ব্যবস্থা করা এবং এ সংক্রান্ত একটি যুগপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন করা।

২ঃ৮। দেশজ কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত খেলাধুলার পৃষ্ঠপোষকতা করা ও গ্রামীণ খেলাধুলাকে উৎসাহিত করা।

২ঃ৯। মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে ক্রীড়া নীতিকে প্রয়োগ করে মাদকাসক্তদের ক্রীড়া ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করা।

২ঃ১০। শিক্ষাঙ্গনে ক্রীড়ার পরিবেশ উন্নত করা এবং খেলাধুলার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা।

২ঃ১১। বর্তমান ক্রীড়া অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়ন সাধন ও আধুনিকায়ন করা এবং আধুনিকমানের নতুন ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণ করা।

২ঃ১২। ক্রীড়ায় আন্তর্জাতিক মান অর্জনের লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রয়াস চালানো এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। দেশের মাটিতে আর্ন্তজাতিক খেলাধুলা আয়োজনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

২ঃ১৩। মহিলা ক্রীড়ার বিকাশের জন্য যুযোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং তাদের জন্য উপযোগী আধুনিক ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

২ঃ১৪। ক্রীড়াক্ষেত্রে সরকারি আনুকূল্যের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতাকে উৎসাহিত করা।

২ঃ১৫। আন্তর্জাতিক ও জাতীয়মানের খেলোয়াড় সৃষ্টির লক্ষ্যে চাকুরীর কোটার নিশ্চয়তা বিধান করা।

২ঃ১৬। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে ক্রীড়া মানোন্নয়নের লক্ষ্যে একটি সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে গড়ে তোলা।

৩। ক্রীড়া প্রশিক্ষণ ঃ

৩ঃ১। ক্রীড়া প্রশিক্ষণে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ও তৃণমূল হতে প্রতিভা অন্বেষণের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোগ্য দেশী/বিদেশী প্রশিক্ষক দ্বারা বিজ্ঞান সম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান করা। এ লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরে আধুনিক মানের ক্রীড়া প্রশিক্ষণ স্থাপনা নির্মান/মেরামত/সংস্কার/উন্নয়ন করা। তাছাড়া ক্রীড়া প্রশিক্ষণ পরিচালনা ও ক্রীড়ানুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক প্রশিক্ষণ সামগ্রী ও ক্রীড়া উপকরণ সরবরাহ করতে হবে।

৩ঃ২। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য ক্রীড়াকে কলা ও বিজ্ঞান উভয় বিষয় হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

৩ঃ৩। দক্ষ ক্রীড়া প্রশিক্ষক সৃষ্টি ও নিয়োগের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৩ঃ৪। ক্রীড়া প্রশিক্ষকদের দেশে/বিদেশে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলতে হবে। Refreshers course চালু করতে হবে।

৪। শিক্ষাঙ্গনে ক্রীড়া ঃ

৪ঃ১। শিক্ষাঙ্গন ক্রীড়া প্রতিভা চয়ন ও বিকাশের চারণক্ষেত্র। শিক্ষাঙ্গন ক্রীড়াঙ্গনের সূতিকাগার হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনে খেলার মাঠসহ খেলাধুলার প্রাথমিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকবে। সমন্বিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ের লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৪ঃ২। শিক্ষাঙ্গনে ক্রীড়াশিক্ষক ও প্রশিক্ষক, ক্রীড়া অনুষ্ঠানের জন্য সাংগঠনিক কাঠামো এবং বয়সভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকবে। ক্রীড়া শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের ক্রীড়া ক্ষেত্রে নিয়োজিত রাখতে হবে।

৪ঃ৩। সারাদেশে প্রতিবছর নিয়মিত আন্তঃস্কুল, আন্তঃকলেজ ও আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় খেলাধুলা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ রাখা হবে। এ ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ পরিমাণ মত অর্থ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দ করবে।

৫। **ক্রীড়াশিক্ষা ব্যবস্থা ঃ**

৫ঃ১। প্রতিটি বিভাগে অন্ততঃ একটি করে শারীরিক শিক্ষা কলেজ স্থাপন করা। তাছাড়া বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) এ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের কোর্স চালু করে ছাত্র/ছাত্রীদের ধরে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খেলাধুলা শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

৫ঃ২। বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়াবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা এবং ক্রীড়াশিক্ষায় উচ্চতর পাঠ্যক্রম চালু করার মাধ্যমে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ক্রীড়া প্রশিক্ষণের সর্বোচ্চ কেন্দ্র ও প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়ার মানোন্নয়নে সেন্টার অব এক্সিলেন্সে হিসাবে গড়ে তোলা।

৬। **মহিলা ক্রীড়া ঃ**

৬ঃ১। দেশের সার্বিক ক্রীড়া উন্নয়নের লক্ষ্যে মহিলা ক্রীড়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সর্বস্তরের ক্রীড়া সংগঠনে এবং ক্রীড়া নেতৃত্বে মহিলাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে হবে। মহিলাদেরকে খেলাধুলার সুযোগ-সুবিধা প্রদানে এবং প্রশিক্ষণ অনুশীলনে গুরুত্ব দিতে হবে। সার্বিকভাবে মহিলা ক্রীড়াকে সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সার্বক্ষনিকভাবে মহিলা ক্রীড়াবিদদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৬ঃ২। দেশের তৃণমূল পর্যায় থেকে মহিলা ক্রীড়াবিদদের বাছাইয়ের লক্ষ্যে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করতে হবে। সার্ভিসেস টিমে মহিলা ক্রীড়াবিদদের চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

৬ঃ৩। মহিলা খেলোয়ারদেরকে মহিলা বিষয়ক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণ ও চাকুরির সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।

৭। **অগ্রাধিকার ঃ**

৭ঃ১। জাতীয় মূল্যবোধ, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিষয় ও সম্ভাবনার কথা বিবেচনায় নিয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খেলাধুলার ইভেন্ট নির্বাচন করে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করতে হবে।

৮। **ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ ঃ**

৮ঃ১। অনুন্নত দেশগুলোতে আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে প্রতিভা অকালেই ঝরে যায়। উন্নত বিশ্ব সম্পদ প্রাচুর্যের কারণে প্রতিভাকে অংকুর হতে ধরে রাখতে পারে। অংকুর হতে লালিত প্রতিভা নিজের এবং জাতির জন্য সম্মান বয়ে আনে। নিয়মিত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে গ্রাম থেকে উপজেলা, উপজেলা থেকে জেলা এবং জেলা থেকে কেন্দ্রে বাছাইয়ের প্রক্রিয়ায় প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদদের সনাক্ত করে উচ্চতর প্রশিক্ষণের সাহায্যে তাদের মানোন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৮ঃ২। দেশব্যাপী স্কুলসমূহই তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ ও চিহ্নিতকরণের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলে বিবেচিত হবে। এ ক্ষেত্রে সরকার শিক্ষা এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে।

৮ঃ৩। অন্বেষিত প্রতিভাকে কাজে লাগানোর জন্য সরকারীভাবে জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন/এ্যাসোসিয়েশনকে প্রশিক্ষক পদায়ন/দিতে হবে।

৯.০০। **বেসরকারী উদ্যোগঃ** বেসরকারী উদ্যোগে ক্রীড়া ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান প্রদান করলে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রত্যয়ন সাপেক্ষে ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ আয়করমুক্ত রাখতে হবে।

১০। **উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা ঃ**

১০ঃ১। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুনাম অর্জনকারী খেলোয়াড় ও ক্রীড়া ব্যক্তিত্বের জন্য জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার এর পাশাপাশি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থাকরণ। অবসরকালীন ও আপৎকালীন সময়ে ক্রীড়াবিদ/সংগঠকগণকে ভাতা প্রদানের ব্যবস্থাকরণ। তাছাড়া নির্দিষ্ট নীতিমালার আঙ্গীকে জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারের পাশাপাশি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কার প্রদান করতে হবে।

১০ঃ২। জেলা কোটায় কৃতি ক্রীড়াবিদদের চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়ার ব্যবস্থা রাখা।

১০ঃ৩। জাতীয়ভাবে ক্রীড়াবিদদের সম্মান প্রর্দশনের জন্য জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার নীতিকে যুগপযোগী করে প্রণয়ন করতে হবে।

১০ঃ৪। ক্রীড়া সংগঠক, ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব এবং পৃষ্ঠপোষকদের জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার/জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে বিবেচনায় নিয়ে আসতে হবে।

১১। <u>প্রতিবন্ধীদের খেলাধূলায় সুযোগ ঃ</u>

১১ঃ১। খেলাধুলায় সমান অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণের জন্য তাদের উপযোগী বিশেষ ধরণের খেলাধুলার আয়োজনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১১ঃ২। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করানোর জন্য সরকার স্ব-উদ্যোগে পদক্ষেপ সৃষ্টি করবে। এক্ষেত্রে আলাদাভাবে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ক্রীড়া সংস্থা গঠন করতে হবে।

১১ঃ৩। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণ ও অন্যান্য ক্রীড়া স্থাপনায় প্রতিবন্ধীদের জন্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে নতুন ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের সুরক্ষা নিশ্চিত করতঃ ডিজাইন প্রস্তুত করতে হবে।

১২। <u>আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ঃ</u>

১২ঃ১। খেলাধুলাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে অলিম্পিক, কমনওয়েলথ, এশিয়ান গেমস, সাফ গেমস এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থাসমূহ কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ।

১২ঃ২। বিদেশে ক্রীড়া প্রতিনিধি দল প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি এবং সংশ্লিষ্ট ক্রীড়াক্ষেত্রে যথোপযুক্ত মান প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হবে। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সরকারের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

১৩। <u>ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি ঃ</u>

১৩ঃ১। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে ক্রীড়ায় অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করতে হবে। গণমাধ্যম যথাযথ/উপযুক্ত কার্যক্রম প্রচার করে জনসাধারণের মধ্যে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। জাতীয় টেলিভিশন জনপ্রিয় দেশী/বিদেশী ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বেসরকারী চ্যানেলকে এক্ষেত্রে সরকার সম্পৃক্ত করবে।

১৩ঃ২। ক্রীড়া সংস্থা গড়ার লক্ষ্যে সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগীতায় ক্রীড়া বিষয়ক প্রকাশনা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজন, ক্রীড়া তথ্য সংরক্ষণ, ক্রীড়া আর্কাইভ/যাদুঘর, ক্রীড়া পাঠাগার গড়ে তোলা ও ক্রীড়া বিষয়ক গবেষণার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩ঃ৩। প্রশিক্ষণের জন্য ছাত্র/ছাত্রী ও অন্যান্য অবস্থানের প্রশিক্ষনার্থী বাছাই/নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন/এ্যাসোসিয়েশন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং ক্রীড়া প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করবে।

১৪। <u>ক্রীড়াসামগ্রী শিল্প ঃ</u>

১৪ঃ১। ক্রীড়াসামগ্রী উৎপাদনে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগ সৃষ্টি করতে হবে। উৎপাদিত সামগ্রীর গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে **বি.এস.টি.আই** থেকে গুণগতমান সম্পর্কে সনদ গ্রহণের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং দেশীয় বেসরকারি অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্রীড়াসামগ্রী শিল্প গড়ে তুলতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চাহিদা মোতাবেক ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে ।

১৪ঃ২। দেশীয় ক্রীড়া সামগ্রির উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান থেকে যৌক্তিক মূল্যে ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয় করে এবং বিদেশী ক্রীড়া সামগ্রী আমদানী করে সংস্থা/ব্যক্তির মধ্যে বিনামূল্যে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করতে হবে। এ ধরণের উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার ক্ষেত্রে সরকার প্রচলিত বিধিমতে বিশেষ ধরণের আর্থিক সুবিধা প্রদান করবে।

১৪ঃ৩। ক্রীড়া সামগ্রী আমদানির ক্ষেত্রে সরকার যৌক্তিকভাবে শুল্ক রেয়াত দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৫। <u>পুষ্টি ঃ</u>

১৫ঃ১। ক্রীড়াবিদের প্রয়োজনীয় দৈহিক ও শারীরিক শক্তি অর্জনের লক্ষ্যে পুষ্টিকর খাদ্য পরিবেশনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। জনসাধারণের মধ্যে পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সরকার ক্রীড়া সংস্থা সমূহের মধ্যে ন্যূনতম একজন করে পুষ্টি বিজ্ঞানী/বিশেষজ্ঞ নিয়োগের ব্যবস্থা করবে।

১৫ঃ২। দেশের পুষ্টি বিজ্ঞানীসহ ক্রীড়ার সাথে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের নিয়ে সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

১৫ঃ৩। ক্রীড়া প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে।

১৫ঃ৪। প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা চলাকালীনসময়ে ক্যালরী মান ঠিক রেখে বিনা মূল্যে খেলোয়াড় ও প্রশিক্ষকদের খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

১৬। মাদক দ্রব্যে অপব্যবহার রোধের ব্যবস্থা ঃ

১৬ঃ১। ক্রীড়াঙ্গনকে মাদকদ্রব্যের সকল প্রকার অপব্যবহার থেকে মুক্ত রাখার জন্য সকল সংগঠনকে সক্রিয় হতে হবে। মাদকদ্রব্য ব্যবহার সনাক্ত করার জন্য আধুনিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। মাদকদ্রব্য ব্যবহার প্রমাণিত হলে ব্যবহারকারী খেলোয়াড়কে আন্তর্জাতিক অনুশাসনের আওতায় শাস্তি প্রদান করা হবে।

১৬ঃ২। মাদক সেবনসহ নানারকম নেতিবাচক কর্মকান্ডে জড়িত ব্যক্তিদের ক্রীড়া ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করার জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কল্যাণমূলক ক্রীড়া কর্মকান্ড পরিচালনা করবে। এ ক্ষেত্রে হাসপাতাল, সংশোধনাগার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

১৭। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব ঃ

১৭ঃ১। পৌর কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহ তাদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ক্রীড়া উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখবে এবং ক্রীড়া অনুষ্ঠান ও অবকাঠামো সৃষ্টিতে যথাযথ ভূমিকা পালন করবে।

১৭ঃ২। জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহ স্ব-স্ব বাজেটে ক্রীড়া অনুষ্ঠান এবং অবকাঠামো সৃষ্টির বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

১৭ঃ৩। সারাদেশে স্টেডিয়াম, খেলার মাঠ, ক্রীড়া কমপ্লেক্স, জিমন্যাসিয়াম, সুইমিংপুল এবং অন্যান্য ধরনের ক্রীড়া স্থাপনার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমি বরাদ্দের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৭ঃ৪৫। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের লব্ধ আয়ের একটা অংশ স্থানীয়ভাবে ক্রীড়া সংস্থাকে প্রদান করতে হবে।

১৮। ক্রীড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা ঃ

১৮ঃ১। ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ, বস্তুগত সুবিধা সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রেখে সরকার কর্তৃক স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে স্থাপনা নির্মাণ, প্রশিক্ষণ, তৃর্ণমূল থেকে বাছাই করণের ক্ষেত্রে সমন্বয় করে পরিকল্পনা গ্রহণ/প্রণয়ন করা যায়। এক্ষেত্রে উপজেলা সদরের কাছাকাছি অবস্থানের জমিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

১৮ঃ২। প্রতিটি উপজেলায় একটি করে স্বল্প আয়তনের খেলার মাঠ নির্মাণ করতে হবে।

১৯। ক্রীড়া উন্নয়নে বস্তুগত সুবিধা ও অবকাঠামো ঃ

১৯ঃ১। গ্রামাঞ্চল হতে মহানগরী পর্যন্ত সকল পর্যায়ে উপযোগিতার ভিত্তিতে খেলার মাঠ, খেলাধুলার জন্য, সুইমিংপুল বা পুকুর ইত্যাদি পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা। সম্পদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা ইত্যাদিতে সম্ভাব্য ক্রীড়ার ব্যবস্থা গ্রহণ। পর্যায়ক্রমে এই অবকাঠামো এমনভাবে সৃষ্টি করতে হবে যাতে প্রতিটি ইউনিয়নে অন্ততঃ একটি খেলার মাঠ ও একটি সাঁতারের পুকুর, প্রতি থানায় একটি স্পোর্টস কমপ্লেক্স, জেলাগুলোতে পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম, জিমন্যাসিয়াম, সুইমিংপুলসহ ৪/৫টি করে উন্মুক্ত খেলার মাঠ এবং মহানগরীতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আধুনিক ও উন্নতমানের ভৌত ক্রীড়া স্থাপনা সুবিধা সৃষ্টি হয়।

১৯ঃ২। প্রতিটি উপজেলায়/ইউনিয়নে একটি করে ইনডোর মাঠ আবশ্যিকভাবে নির্মাণ করতে হবে যা একটি জিমন্যাসিয়ামের মত কাজ করবে।

২০। বিদ্যমান ক্রীড়া কাঠামোর সংস্কার ও পুনর্গঠণ ঃ

২০ঃ১। দেশে বিদ্যমান সরকারি ও বেসরকারি ক্রীড়া কাঠামোকে যুগোপযোগী করে পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন।

২০ঃ২। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিদের/প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে।

২০ঃ৩। ক্রীড়াক্ষেত্রে বিদ্যমান তিনটি সরকারি প্রতিষ্ঠান (১) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, (২) বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও (৩) ক্রীড়া পরিদপ্তরকে স্বার্থক সমন্বয় করে শক্তিশালী ক্রীড়া কার্যক্রম পরিচালনা করার উপযুক্ত Centre of excellence হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যন্ত এই সংস্থার কার্যালয় থাকবে।

২০ঃ৪। সকল জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন এবং জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থাকে অধিকতর গণতন্ত্রায়ণ ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে শক্তিশালী ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে হবে। সরকারি খাতের উপর এসব প্রতিষ্ঠানের নির্ভরশীলতা হ্রাস করতে হবে। বেসরকারি খাতের পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থায়নের উপর জোর দিতে হবে।

২০ঃ৫। জাতীয় পর্যায়ের ক্রীড়া সংস্থাসমূহের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বিদ্যমান নীতিমালায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ণ করে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

২১। বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন ও জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনসমূহ ঃ

২১ঃ১। বিশ্ব অলিম্পিক চার্টারের অন্তর্গত বিধি-বিধানের ভিত্তিতে বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন কর্তৃক দেশে অলিম্পিক আন্দোলনকে জোরদারকরণ এবং সংশ্লিষ্ট খেলাধুলার বহুমুখী উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ। আন্তর্জাতিক অলিম্পিকের পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের নিমিত্ত জাতীয় পর্যায়ে প্রাথমিকভাবে ক্রীড়াবিদ নির্বাচন এবং প্রচলিত নিয়মে তা চূড়ান্তকরণ ও দল প্রেরণ করতে হবে।

২১ঃ২। জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনসমূহ কর্তৃক সর্বপ্রকারের জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণার্থে প্রাথমিকভাবে দল/ক্রীড়াবিদ নির্বাচন/নির্ধারিত খেলার মান উন্নয়নে বয়সভিত্তিক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। ক্রীড়া ফেডারেশনের আওতাভুক্ত সকল স্থানীয় ক্রীড়া সংস্থাগুলোর মধ্যে সহযোগিতা প্রদান ও সমন্বয় সাধন করতে হবে।

২১ঃ৩। জাতীয় ক্রীড়া সংস্থাসমূহকে বছরের প্রথমেই সংশ্লিষ্ট বছরের এবং কমপক্ষে পরবর্তী ৩ (তিন) বছরের জন্য লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে জানাতে হবে যাতে ক্রীড়া পরিষদ বৎসরের জন্য একটি সমন্বিত ক্রীড়াপঞ্জী নির্ধারণ/স্থির করতে পারে।

২১ঃ৪। তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত খেলাধুলা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য ক্রীড়া সংস্থার মাধ্যমে সাংগঠনিক কমিটি সৃষ্টি করে ক্রীড়া কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন এ ক্ষেত্রে সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করতে পারে।

২২। গণক্রীড়া ও ক্রীড়া উৎসব ঃ

২২ঃ১। সুস্থ দেহ ও সুন্দর মনের অধিকারী সুশৃঙ্খল জাতি গঠনের স্বার্থে এবং জাতীয় ক্রীড়ায় আবহমান বাংলায় লোকায়ত ঐতিহ্যকে ফুটিয়ে তোলার লক্ষ্যে ঐতিহ্যবাহী ক্রীড়া অনুষ্ঠান ও উৎসবকে উৎসাহিত করা হবে। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে-

২২ঃ২। বছরের নির্দিষ্ট একটি দিনকে ক্রীড়া দিবস হিসাবে পালন করা;

২২ঃ৩। নৌকা বাইচ, লাঠি খেলা ও চট্টগ্রামের জব্বরের বলী খেলার ন্যায় দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত স্থানীয় গণ ক্রীড়াকে উৎসাহিত ও পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে ক্রীড়া উৎসবে পরিণত করা;

২২ঃ৪। সকলের জন্য ক্রীড়া আন্দোলন গড়ে তুলে সারাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া এবং

২২ঃ৫। বিলুপ্ত প্রায় গ্রামীণ খেলাধুলাকে উজ্জীবিত করে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যা লোক-সংস্কৃতির অংশ হিসেবে কাজ করবে।

২৩। ক্রীড়ায় অর্থায়ন ঃ

২৩ঃ১। দান, অনুদান, স্পনসরশীপ, টিভি সম্প্রচার হতে অর্থায়ন, লটারী ইত্যাদির মাধ্যমে ক্রীড়া খাতে আয় বৃদ্ধি করা। তবে সংগৃহীত অর্থ যাতে বিধি-বহির্ভূতভাবে ব্যয় না করা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। এই লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক আর্থিক তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা থাকবে। তাছাড়া পৃষ্ঠপোষকদেরকে জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার/জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কারের আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

২৩ঃ২। বাজেটে ক্রীড়া খাতে সম্পদের লভ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

২৩ঃ৩। বাজেটে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্রীড়ার ব্যয় প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়াতে হবে। সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, সামরিক, আধা-সামরিক ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বাজেটে ক্রীড়ার জন্য অর্থের সংস্থান রাখতে হবে।

২৩ঃ৪। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার সাথে যোগসূত্র বলিষ্ঠতর করে ক্রীড়াক্ষেত্রে অর্থায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

২৩ঃ৫। অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা চুক্তিতে ক্রীড়া উন্নয়নকে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

২৩ঃ৬। পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য পর্যটন এলাকায় ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে এবং প্রতিযোগিতায় অর্থায়ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কক্সবাজার জেলাসহ পার্বত্য জেলাসমূহকে ও অন্যান্য মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অধিকারী এলাকাকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে নির্বাচন করতে হবে।

২৪। ক্রীড়া সংগঠনে নেতৃত্বে ও ক্রীড়া সংগঠনসমূহের নির্বাচন ঃ

২৪ঃ১। সকল ক্রীড়া সংগঠন যেমন- উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা এবং জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনসমূহ পরিচালনার দায়িত্ব অনুমোদিত গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচিত কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত হবে। এ ক্ষেত্রে আদর্শ গঠণতন্ত্র প্রণয়ন করতে হবে এবং আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির বিধি অনুযায়ী বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সরকারের সাথে সমন্বয় করে পালন করবে।

২৪ঃ২। সকল ক্রীড়া সংগঠন/সংস্থা/ফেডারেশনসমূহ নির্বাচনের মাধ্যমে সংগঠিত হবে। এ বিষয়ে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনসমূহ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত আদর্শ গঠনতন্ত্র অনুসরণ করবে। এ সকল সংস্থাকে বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব সরকারকে অবহিত করতে হবে। সরকার সকল ক্রীড়া ফেডারেশন/সংস্থার আর্থিক বিষয় তত্ত্বাবধান এবং নিরীক্ষা করবে।

২৫। ক্রীড়ানীতির বাস্তবায়ন ঃ

২৫ঃ১। ক্রীড়ানীতি বাস্তবায়নে মূল ভূমিকা পালন করবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। এ মন্ত্রণালয় ও ইহার অধীনস্ত দপ্তরসমূহকে দিক-নির্দেশনা প্রদানসহ তদারকির দায়িত্ব পালন করবে।

২৫ঃ২। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় তাদের অধীনস্ত দপ্তর ও সংস্থার মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রের জন্য ক্রীড়ানীতি বাস্তবায়নে সহযোগী ভূমিকা পালন করবে।

২৬। ক্রীড়া উপদেষ্টা কাউন্সিল ঃ

২৬ঃ১। ক্রীড়ানীতি বাস্তবায়ন এবং দেশের ক্রীড়ার প্রসার ও মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও জাতীয় পর্যায়ের নীতি নির্ধারণের জন্য বর্তমান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে পুর্নগঠন করে কার্যকরী ও যুগপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে।

২৬ঃ২ ক্রীড়ার উন্নয়ন ও প্রসারে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীবর্গ, একই মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ এবং অলিম্পিক এসোসিয়েশন, জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন ও স্থানীয় ক্রীড়া সংস্থার সর্বোচ্চ কর্মকর্তাগণ এবং বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্বকে নিয়ে একটি ক্রীড়া উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠন করতে হবে। এ কাউন্সিল হবে ক্রীড়াক্ষেত্রে দেশের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পর্ষদ। এই পর্ষদ প্রতিবছর অন্ততঃ একটি সভায় মিলিত হবে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কাউন্সিলকে সাচিবিক সহযোগিতাসহ সকল সহায়তা প্রদান করবে।

২৬ঃ৩। জাতীয় ক্রীড়া নীতিতে বর্ণিত সরকার বলতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে বুঝাবে এবং যাবতীয় বিষয়াদি মনিটর করার জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করবে।

২৭। জাতীয় ক্রীড়া বিদস ঃ

২৭ঃ১ জাতীয় ক্রীড়া দিবস ৬ই এপ্রিল প্রতিবছর পালিত হবে। এ দিবসে তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন ক্রীড়া বিষয়ক অনুষ্ঠান পরিচালিত হবে।

২৮। ক্রীড়ানীতি পর্যালোচনা ঃ

২৮ঃ১। প্রতি ০৫ (পাঁচ) বছর অন্তর ক্রীড়ানীতির পর্যালোচনা এবং সময়োপযোগী পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

.... সমাপ্ত ....